ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শাহরুখ খানকে বলা হয় রোম্যান্সের রাজা

পৃঃ ৫

রোনালদোকে পেছনে ফেলে সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার হাতছানি মেসির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২৮ ● কলকাতা ● ০২ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৯ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য

কড়া আইন দরকার', যাদবপুর কাণ্ডে তীব্র নিন্দা সৌরভের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে সৌরভ বলেছেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য তাড়াতাড়ি আইন আনা দরকার। 'বুধবার রাতে যাদবপুরের মেন হস্টেলের তিনতলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার। অভিযোগ ওঠে র‍্যাগিংয়ের। স্বাভাবিক ভাবেই এর পর আঙুল ওঠে কর্তৃপক্ষের দিকে। প্রশ্ন ওঠে, তাঁদের নজর এড়িয়ে এবং নিয়মের পরোয়া না করে কী ভাবে দিনের পর দিন আইন ভেঙে হস্টেলে পড়ে থাকতেন এই প্রাক্তনীরা? এই মৃত্যু রহস্যের তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। সেইসঙ্গে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, শিশু সুরক্ষা কমিশনও নিজেদের মতো করে ঘটনা খতিয়ে দেখছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কমিটিও তৈরি হয়েছে। যাদবপুর থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্যের অনেক নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এখন অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি তৈরি করছে, প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের আলাদা হস্টেলে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। কলেজ হস্টেলে বসছে

এরপর ৩ পাতায়

লালুপ্রসাদ সুস্থ',

জামিন খারিজ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লালুপ্রসাদ যাদবের জামিন বাতিল করে ফের তাঁকে জেলে পাঠাতে চায় সিবিআই। শুক্রবার তারা এই মর্মে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে। সর্বোচ্চ আদালতে এই আর্জি নিয়ে ২৫ আগস্ট শুনানি হবে বলে জানানো হয়েছে। লালুপ্রসাদ ইতিমধ্যে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। বলেছেন, মোদীকে গদি ছাড়া করবই। স্বাধীনতা দিবসে বলেছেন, এবারই মোদী শেষবারের মতো লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা তুললেন। আগামী বছর ইন্ডিয়া জোটের কেউ জাতীয় পতাকা তুলবেন। বিহারের হাজার কোটি টাকার পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির মামলায় বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব ইতিমধ্যে চারটি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে ছিলেন।গত বছর রাঁচি হাই কোর্ট তাঁকে চারটি মামলাতেই শারীরিক কারণে জামিন দিয়েছে। জামিন পাওয়ার পর বেশ কিছুদিন তিনি দিল্লির অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি ছিলেন। সেখানকার চিকিতসকদের পরামর্শে তিনি সিঙ্গাপুরে গিয়ে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে এসেছেন। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। সক্রিয় হয়েছেন রাজনীতিতেও। ইন্ডিয়া জোট গড়ে তোলার পিছনে নীতীশ কুমারের পাশাপাশি তাঁরও অবদান আছে। পাটনার পর বেঙ্গালুরুতে বিরোধী দলগুলির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ৩১ অগাস্ট মুম্বইয়ের বৈঠকেও তাঁর হাজির থাকার কথা। তাঁর আগে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইয়ের আর্জিতে সায় দিলে লালুপ্রসাদকে ফের জেলে ঢুকতে হতে পারে। সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, বিহারের এই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এখন সুস্থ। অসুস্থতার জন্য তাঁকে জামিন দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে জমির বিনিময়ে রেলে চাকরি দেওয়ার মামলায়

এরপর ৩ পাতায়

বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার

পরামর্শ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

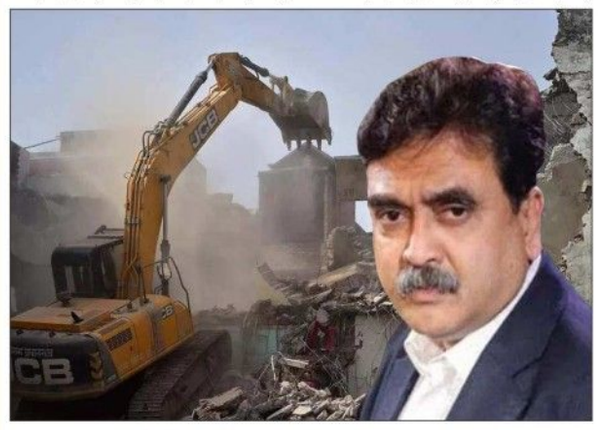

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার পর কালিম্পংয়েও একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে পুরসভাকে বুলডোজার ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়। কালিম্পং পুরসভাকে পাঁচ দিনের মধ্যে একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে নির্দেশ দেন তিনি। বৃহস্পতিবার তাঁর নির্দেশ, আগামী ২২ অগস্টের মধ্যে ওই বেআইনি নির্মাণ না ভাঙলে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আদালত অবমাননার মামলা করা হবে পুরসভার বিরুদ্ধে।এর আগে কলকাতার মানিকতলার একটি অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত মামলায় বুলডোজার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। ২০২১ সালে কলকাতা পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ১২১/৪জেড/২ মানিকতলা মেন রোডের বাসিন্দা রানু পাল কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ ছিল, তাঁর পৈতৃক বাড়ি দখল করে বেআইনি নির্মাণ করেছেন এক প্রতিবেশী। সেই মামলা বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এলে তিনি মন্তব্য করেন, "ওই নির্মাণ ভাঙতে প্রয়োজনে যোগী আদিত্যনাথের কাছ থেকে বুলডোজার ভাড়া করুন।" এর পর বেআইনি নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। বিচারপতির নির্দেশে ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে নিজেদের যন্ত্র ব্যবহার

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির

তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-১৩১।

সারাদিন

কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতিতে শিরোনামে

উঠে আসা বরুই গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস-সিপিআইএম জোটের দখলে

সানু ইসলাম; ১৮আগস্ট: নিউজ সারাদিন : বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতি কান্ডের প্রভাব। পঞ্চায়েত হাত ছাড়া তৃণমূলের। কংগ্রেস- সিপিএম জোটের দখলে গেল পঞ্চায়েত।কঠোর পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন হল বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া। বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেললো মানুষ দাবি জোট নেতৃত্বের। জোটের প্রধান এবং উপ-প্রধান নির্বাচিত হতেই বাঁধনহারা উল্লাসে মাতলো কর্মী সমর্থকরা। প্রসঙ্গত হরিশ্চন্দ্রপুর বন্যা ত্রাণ দুর্নীতি কান্ডে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম।দুর্নীতির দায়ে জেল খেটে ছিলেন তৃণমূল পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সোনামণি সাহা। প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে।এখনো ওই পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বন্যায় ক্ষতি-গ্রস্ত পরিবারের আর্তনাদ শোনা যায়।সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বন্যা-ত্রাণ দুর্নীতি ইস্যুকেই হাতিয়ার করেছিল বিরোধীরা। আর সেই ইস্যুতেই বাজিমাত। ২৬ টি আসন বিশিষ্ট বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০ টি আসনে জয় লাভ করে কংগ্রেস, ৬ টি আসনে সিপিআইএম, ১ টিতে নির্দল।অন্যদিকে ৯ টি আসন যায় তৃণমূলের দখলে। চলতি মাসের ৯ তারিখ বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া ছিল বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতে। তবে জোটের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীদের সংঘর্ষে সেই প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। কংগ্রেস এবং সিপিআইএম নেতৃত্ব অভিযোগ করে চক্রান্ত করে তৃণমূল প্রক্রিয়া ভেসতে দিয়েছে।অবশেষে আজ শুক্রবার ওই পঞ্চায়েতে পুনরায় বোর্ড গঠন করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রধান এবং উপ-প্রধান পদে জোটের পক্ষে ভোট পড়ে ১৭টি।জোটের দখলেই যায় পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত দপ্তরের বাইরে সেই খবর আসতে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে কর্মী সমর্থকরা।জোট নেতৃত্বের দাবি মানুষ দুর্নীতির যোগ্য জবাব দিয়েছে। দুর্নীতির আঁতুড়ঘড় ভেঙে দিয়েছে। এবার উন্নয়ন করাই একমাত্র লক্ষ্য থাকবে তাদের। অন্যদিকে তৃণমূলের সাফাই তারা মানুষের রাই মেনে নিচ্ছে। মানুষ বিরোধী আসনে বসিয়েছে তারা বিরোধীদের ভূমিকায় পালন করবে।

দিলীপের মান ভাঙাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব

নাকি সাংগঠনিক বড় দায়িত্ব পেতে চলেছে

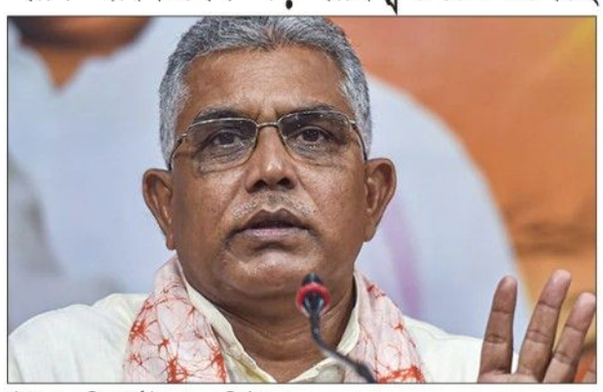

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাকে বলে উড়ে এসে জুড়ে বসা! বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে আড়ালে আবডালে এমনটাই বলে থাকেন দিলীপ ঘোষের অনুগামীরা। তৃণমূল থেকে বিজেপিতে এসে শুভেন্দু যেভাবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে, তা একেবারেই ভাল চোখে দেখছেন না আদি বিজেপি নেতৃত্ব।কিন্তু হাতে গরম বহু ইস্যু থাকলেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন সুকান্ত। তুলনায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অনেক বেশি আন্দোলন করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার মধ্যেই দিলীপকে সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদ থেকে সরানোটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বড় ভুল হয়েছে বলে রাজনীতির কারবারিদের একাংশ মনে করেন। এতে দিলীপ অনুগামীরা কার্যত বসে গিয়েছেন। যে দিলীপের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক মাটি পেয়েছে বিজেপি, তাঁর বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই পদক্ষেপ একেবারেই মন থেকে নিতে পারছেন না রাজ্য বিজেপির একটা বড় অংশ। এই পরিস্থিতিতে দিলীপের মান ভাঙাতে উদ্যোগী হয়েছেন খোদ অমিত শাহ। সেটা কতটা সম্ভব হবে তা সময়ই বলবে।ঘটনা হল বিজেপিতে এসেই দিলীপ ঘোষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন শুভেন্দু। যা এখন মেটা তো দূরের কথা, আরও বেড়ে গিয়েছে। এতে রাজ্য বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও চরমে উঠেছে। আর যখন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদ থেকে দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে দেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তখন

এরপর ৩ পাতায়

২০ তম আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা ২০২৩ শুরু হল

18th August, 2023, Kolkata: নিউজ সারাদিন : তিন দিনব্যাপী ২০ তম আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা ২০২৩, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বেকারি, মিষ্টি, নমকিন এবং আতিথ্য শিল্পের জন্য পূর্ব ভারতের প্রিমিয়ার বিজনেস টু বিজনেস (বিটুবি) প্রদর্শনীর উদ্বোধন শ্রী জয়ন্ত কুমার আইকাত, আইএএস, কমিশনার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বিভাগে পশ্চিম সরকার, করেন। এই প্রদর্শনীটি ১৮ থেকে ২০ আগস্ট (সকাল ১০ থেকে ৬ টা) অপদি কলকাতার বিশ্ব বাংলা মিলন মেলা কমপ্লেক্সে চলবে।

মেগা প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্য দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাহুল চৌরাসিয়া, সভাপতি - মিষ্টি উদ্যোগ, মোহাম্মদ আজহার, ভাইস প্রেসিডেন্ট, হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, শ্রী অসীম সোনি, সিইও, মিও আমোর, শ্রী আসিফ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় রেস্তোরাঁ এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া এবং ২০ তম ইন্টারন্যাশনাল ফুডটেক ২০২৩-এর চিফ কনভেনার শ্রী জাকির হুসেন।

শ্রী আইকত বলেন "পরিকাঠামোক, মজবুত রেল ও সড়ক যোগাযোগের কারণে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও খাদ্য পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে এবং এখানে ভবিষ্যতের জন্য অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী প্যাকেজিং মান পূরণের জন্য প্যাকেজিং সেক্টরে আরো অনেক কাজ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সার্ক এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে খাদ্য পণ্য রপ্তানি করা হয়, তার মধ্যে প্রক্রিয়া করা মাছ প্রমুখ। রাজ্য সরকার তরুণ শিক্ষার্থীদের নিজস্ব উদ্যোগ শুরু করার জন্য বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন তৈরি করতে ঋণ, লাইসেন্স, স্বাস্থ্যবিধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা পদ্ধতি এবং মান প্রদান করা ইত্যাদি সুবিধা পেতে তাদের নির্দেশনা দিচ্ছে"।

তিন দিনের মেগা প্রদর্শনীতে হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকারি অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া ফুড প্রসেসর অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স সমন্বয় কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টি ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ১৮০ টিরও বেশি নেতৃস্থানীয় বিদেশী এবং ভারতীয় কোম্পানি এবং নেতৃস্থানীয় খাদ্য এবং আতিথেয়তা সেক্টর এবং অন্যান্য ব্যান্ড অংশগ্রহণ করেছেন।

শ্রী জাকির হুসেন, আহ্বায়ক, ২০ তম ইন্টারন্যাশনাল ফুডটেক কোলকাতা ২০২৩ বলেন, "বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে ইন্টারন্যাশনাল ফুডটেক কলকাতা ২০২৩ অনেক গুরুত্ব পেয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তা একটি গুরুতর বৈশ্বিক উদ্বেগ হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে, ক্রয়ক্ষমতা, দক্ষতা এবং বর্জ্য হ্রাসের দিকগুলি পূরণ করে এমন উন্নত খাদ্য প্রযুক্তি এবং প্রক্রিয়াগুলির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

মিঃ হুসেন আরো বলেন, "এই বছরের মেগা প্রদর্শনী এই ধরনের উদীয়মান প্রযুক্তি, প্রক্রিয়া এবং অনুশীলনগুলি প্রদর্শন করছে এবং সর্বশেষ শীর্ষস্থানীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি, খাদ্য উৎপাদন এবং প্যাকেজিং সরঞ্জাম, সেরা প্রক্রিয়া এবং অনুশীলন, অর্থ ইত্যাদিকে এক ছাদের নীচে একত্রিত করছে । এ বছর আমাদের ফোকাস বেকারিতে, তাই কেক তৈরির শিক্ষা এবং ন্যূনতম মানব স্পর্শ সহ হাই-টেক রসগুল্লা তৈরির লাইভ ডেমো, মিষ্টি এবং নোনতা শিল্পের জন্য খাবারের প্যাকেজিংএর লাইভ ডেমোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

এই আন্তর্জাতিক ফুডটেক কলকাতা ২০২৩-এ খাদ্য শিল্প ও খাদ্য ও পানীয়, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, খাদ্য প্যাকেজিং, কোল্ড স্টোরেজ সিস্টেম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, বেকারি ও মিষ্টান্ন সরঞ্জাম, আইসক্রিম তৈরির মেশিন, ভোজ্য তেল, মশলা, এসেন্স, রঙিন খাদ্য, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেফ্রিজারেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রান্নাঘরের সরঞ্জাম, কাচ ও কাচের পাত্র, টেবিলওয়্যার এবং ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিভুক্ত সেবা দেয় ইত্যাদি এমন সমগ্র স্বরগ্রাম কভার করা হয়েছে।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

সুকান্ত কলেজের অধ্যক্ষ কে হেনস্থা!

২ শিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে থানা এফ আই আর!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী, ঝড়খালী, গোসাবার মতো অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকার শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের একমাত্র প্রতিষ্ঠান "সুকান্ত কলেজ "। আর গত বৃহস্পতিবার সেই সুকান্ত কলেজের অধ্যক্ষ কে এবার হেনস্থার অভিযোগ উঠলো ঐ কলেজের দুই অশিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় বাসন্তী থানাতে এফআইআর দায়ের করেছেন অধ্যক্ষ ধ্রুব চরণ হোতা। অধ্যক্ষের অভিযোগ, গত বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে-বারোটায় কলেজে আসেন কলেজের গার্ডম্যান সাইফুদ্দিন খাঁন(বাবলু)। তার পর তিনি অধ্যক্ষের ঘরে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করার সময় কলেজে উপস্থিত হওয়ার সময় হিসাবে সকাল দশটার উল্লেখ করেন, তখনই তাকে কলেজের অধ্যক্ষ ধ্রুবচরণ হোতা প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি সকাল দশটায় কলেজে এসেছেন? আর অধ্যক্ষের এই প্রশ্ন শুনে গার্ডম্যান সাইফুদ্দিন খাঁন রাগান্বিত ভাবে অধ্যক্ষ কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ থেকে শুরু করে শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করতে উদ্ধত হয়। তখন অধ্যক্ষের ঘরে উপস্থিত আরও দুই শিক্ষাকর্মীর হস্তক্ষেপে কিছুটা হলেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হন ঐ কলেজের পিওন তথা গার্ডম্যান সাইফুদ্দি খাঁনের ভাইপো ফিরোজ খাঁন। সেও নাকি এই ঘটনায় অধ্যক্ষ কে সাইফুদ্দিন খাঁনের ন্যায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহ করতে যায়। সেই সঙ্গে তারা অধ্যক্ষ কে বলেন, এই কলেজ আমাদের জায়গায়! আর আপনি কিনা আমাদেরকে এই প্রশ্ন করছেন? আমরা কখন কলেজে আসবো? কখন যাবো ? আপনার সাহস তো কম নয়! এবিষয়ে উল্লেখ্য যে, সুকান্ত কলেজ বর্তমানে যেখানে অবস্থিত সেই জায়গায় মালিক ছিলেন ঐ গার্ডম্যান সাইফুদ্দিন খাঁন ও পিওন ফিরোজ খাঁনের পিতা নাসিরুদ্দিন খাঁন। কিন্তু কলেজ করার জন্য যে জায়গা তাঁরা দেন তার বদলে দুটি চাকরিও নেন তাঁরা। যে চাকরি দুটি এখন করেন সাইফুদ্দিন খাঁন ও ফিরোজ খাঁন।

আর এই ঘটনায় আতঙ্কিত ও অপমানিত সুকান্ত কলেজের অধ্যক্ষ ধ্রুব চরণ হোতা ঐ দুই অশিক্ষাকর্মীর বিরুদ্ধে বাসন্তী থানা এফআইআর দায়ের করেন। আর এবিষয়ে সুকান্ত কলেজের অধ্যক্ষ ধ্রুব চরণ হোতা বলেন, " আমি এই কলেজের দায়িত্ব নিয়েছি ১৮ মাস হল। আমার আগে যত অধ্যক্ষ এই কলেজে এসেছেন সকলকে এভাবেই কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, ওরা ভেবেছে আমাকেও এইভাবে কলেজ থেকে বিতাড়িত করবে। কিন্তু আমি বাকিদের মত ঐ রাস্তায় হাঁটতে রাজি নই । এবং ওদের কথা মতো চলতেও রাজি নই। আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো। তার জন্য পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে আমার উচচতর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে যতদূর পর্যন্ত যেতে হয় আমি যাব। আমি চাই সুন্দরবনের এই দরিদ্র প্রবণ এলাকার শিক্ষার্থীরা যেন এই কলেজ থেকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে সেই পরিবেশ এবং সেই ব্যবস্থা আগে করার ব্যাবস্থা করবো। আর তা করতে গেলে কলেজে আগে শিক্ষা কর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কারণ যেখানে কলেজের অধ্যক্ষের নিজের নিরাপত্তা নেই সেখানে কিভাবে শিক্ষার্থীদের থেকে শুরু করে মহিলা শিক্ষিকা ও মহিলাকর্মীদের নিরাপত্তা পাবে। এই ঘটনার পর থেকে যা নিয়ে আমি রীতিমতো আশঙ্কিত। তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি, কলেজে যারা এমন আচরণ করছে তাদের যেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয়। যে শাস্তি দেখার পর দ্বিতীয় দিন থেকে অন্যরাও দুবার ভাববে এই পথের পথিক হওয়ার আগে।

আর এবিষয়ে সুকান্ত কলেজে টিএমসিপির ছাত্র সংগঠনের সভাপতি সাহিদ আনোয়ার বলেন, " ঐ সাইফুদ্দিন খাঁন নামের একটি ব্যাক্তির জন্য আমাদের কলেজে বারবার গন্ডগোল গোলযোগ হচ্ছে। আর বৃহস্পতিবারের ঘটনাও ওনার জন্য ঘটে। যার প্রতিবাদ হিসাবে আমরা বিক্ষোভ দেখাতে গেলে প্রিন্সিপাল স্যারের অনুরোধে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিনি। কিন্তু প্রিন্সিপাল স্যারের এই লড়াইয়ে আমরা স্যারের পাশে সব সময় আছি এবং থাকবো। সেই সঙ্গে আমরা এই ঘটনাজ তীব্র নিন্দা করছি এবং অভিযুক্তের শাস্তি দাবী করছি"।

তারকেশ্বর ধামে যাওয়ার পথে

ভোলে বাবার ভক্তদের সেবা

জাকির আলী : হুগলি : নিউজ সারাদিন : ভোলে বাবার নগরী তারকেশ্বর ধামে শবন মাসে বিপুল ভক্তের ভিড় জমেছে। এমতাবস্থায় তারকেশ্বর ধামে যাওয়ার পথে হর-হর মহাদেব, ভোলে বাবা পার করেগা, বোল বম তারক বম, ঘোষণায় ধ্বনিত হচ্ছে রাস্তাঘাট, অন্যদিকে সেবা শিবিরে ভোলে বাবার ভক্তদেরও পরিবেশন করা হচ্ছে। জেলার সিঙ্গুরের নসিবপুর খালধরে সার্বজনীন হনুমান মন্দির কাওয়ারিয়া সেবা সমিতি সংঘের দ্বারা বাবার ভক্ত অর্থাৎ কাঁওয়ারিয়াদের পরিবেশন করা হচ্ছে। উপরোক্ত তথ্য দেওয়ার সময় সর্বজনীন হনুমান মন্দির কাওয়ারিয়া সেবা সমিতি সংঘের পরিচালক এবং মাটিয়াবুর্জে বিধানসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সত্যেন্দ্র সিং বলেন যে ২০০৭ সাল থেকে প্রতি বছর এখানে অবিরাম সেবামূলক কাজ করা হয়। প্রায় ১০ হাজার বাবা ভক্তকে মিষ্টি, জলখাবার ও প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। রাকেশ জৈসবারা , ডা. কেপি রাও, তারকেশ্বর যাদব, শশী সিং, রামনারায়ণ যাদব, সানি বাহাদুর এবং অন্যান্যরা উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন।

১-ম পাতার পর

বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভাঙার পরামর্শ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

করে কলকাতা পুরসভা। বুলডোজার ব্যবহার করা হয়নি। পুরসভা সূত্রে খবর, ওই এলাকাটি অত্যন্ত ঘিঞ্জি হওয়ায় বুলডোজার ঢোকানো সম্ভব নয়। পুরসভা চাইলে বুলডোজার ব্যবহার করতে পারে। এর আগে কলকাতার একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতেও বুলডোজার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কালিম্পং পুরসভার অনুমতি না নিয়ে বেআইনি ভাবে একটি নির্মাণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেন বীরবাহাদুর বলন নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁর বক্তব্য, পাহাড়ি এলাকায় এই ধরনের নির্মাণ বিপদ ডেকে আনতে পারে। ওই নির্মাণের উপরের এলাকায় একটি স্কুলও রয়েছে। এই সব বুঝেই পুরসভা সেখানে পরিকাঠামো তৈরির অনুমতি দেয়নি। আদালতের কাছে বীরবাহাদুরের আর্জি, কালিম্পংয়ের ১১ মাইল, ঋষি রোডের সিএসটি স্কুলের নীচের ওই ভবনটি ভেঙে দেওয়া হোক। একাধিক বার পুরসভাকে অভিযোগ জানিয়েও কাজ হয়নি। নির্মাণে যে অনুমতি ছিল না, তা স্বীকার করে নেয় পুরসভাও। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটি ওঠে। গত সোমবার ওই নির্মাণটি রাত ১২টার মধ্যে ভাঙার নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি বিচারপতির পরামর্শ, ভাঙার সুবিধার্থে বুলডোজার ব্যবহার করতে পারে পুরসভা। অভিযোগ, আদালতের নির্দেশের পরেও বেআইনি নির্মাণটি সম্পূর্ণ ভাঙা হয়নি। ফলে বিষয়টি নিয়ে ফের আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারী। পুরসভার রিপোর্টেও আদালত সন্তুষ্ট হয়নি। আদালতে পেশ করা ছবিতে দেখা যায়, ওই নির্মাণের কিছু অংশ ভাঙা হয়েছে। এর পরে কেন আদালতের নির্দেশ কার্যকর করা হয়নি, তা জানতে পুরসভার এগজ□কিউটিভ অফিসারকে তলব করে আদালত। হাই কোর্ট জানায়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই অফিসারকে সশরীরে হাজিরা দিয়ে জানাতে হবে, কেন কোর্টের নির্দেশ পালন করা হয়নি। গত বৃহস্পতিবার কালিম্পং পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় আদালতে সশরীরে হাজিরা দিয়ে জানান, প্রাথমিক ভাবে কিছু অংশ বেআইনি নির্মাণ করা হয়েছিল মনে করা হয়। পরে দেখা যায়, পাহাড়ের কোলে ওই ভবনটি সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পুরসভার অতিরিক্ত সময় লাগবে। কমপক্ষে পাঁচ দিন সময় দেওয়া হোক। এই আর্জি মঞ্জুর করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানান, আগামী ২২ অগস্ট বিকেল ৪টের মধ্যে ওই ভবনটি ভাঙতে হবে। পরের দিন তা নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে আদালতে। নইলে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে পদক্ষেপ করবে আদালত।

১-ম পাতার পর

লালুপ্রসাদ সুস্থ', জামিন খারিজ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে সিবিআই

তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই চার্জশিট পেশ করেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর মতো প্রভাবশালী মানুষের জেলের বাইরে থাকা বাকি তদন্তের জন্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

বিরোধীদের অবশ্য অভিযোগ, লোকসভা ভোটের আগে মোদী সরকার বিহারের এই জনপ্রিয় নেতাকে ফের জেলে ঢোকাতে চাইছে। বিহারের রাজনীতিতে লালুপ্রসাদের সক্রিয় থাকা ও না থাকার মধ্যে ভোটের লড়াইয়ে বিস্তর ফারাক হয়। বিজেপি একবারও এই নেতাকে ভোট যুদ্ধে কাবু করতে পারেনি। উল্টে নীতীশ কুমারকে বিজেপির সঙ্গ ছাড়া করে তাঁর নেতৃত্বেই বিহারে নতুন সরকার গড়ে দিয়েছেন লালুপ্রসাদ। গত বছর অগাস্ট থেকে বিহারে তাই ক্ষমতায় নেই বিজেপি।

১-ম পাতার পর

র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য কড়া আইন দরকার', যাদবপুর কাণ্ডে তীব্র নিন্দা সৌরভের

সিসিটিভি ক্যামেরা। শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সৌরভ বলেন, 'নদিয়ার নাবালকের মৃত্যু হয়েছে র‍্যাগিংয়ের কারণে। আমি মর্মাহত। খুবই দুঃখজনক ঘটনা। র‍্যাগিং বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে আইন আনা দরকার।'

যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে তদন্ত করছে লালবাজারের হোমিসাইড শাখা। প্রথম গ্রেফতার করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং হস্টেলের আবাসিক সৌরভ চৌধুরীকে। পরে আরও দু'জনে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁরা হলেন দুই পড়ুয়া দীপশেখর দত্ত এবং মনোতোষ ঘোষ। তাঁদের জেরা করে বুধবার আরও ছ'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তনী মিলিয়ে মোট ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখনও অবধি। আজ কলেজ হস্টেলে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। ধৃতদের নিয়ে আলাদা আলাদা করে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে বলে খবর। ধৃতদের বয়ানেও অনেক অসঙ্গতি পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সূত্রের খবর, যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেও আচস কাচের নীচে রাখা হয়েছে। অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি তৈরি হলেও তা কেন এতদিন নিষ্ক্রিয় ছিল, কলেজ ক্যাম্পাসে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই কেন, প্রাক্তন ছাত্ররা কীভাবে রেজিস্ট্রারের নজর এড়িয়ে কলেজ হস্টেলেই থাকছেন, বহিরাগতরা কীভাবে কলেজ ক্যাম্পাসে যখন তখন ঢুকে পড়ছেন, ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

দু'বছর পর বিধানসভার কমিটিতে ঠাঁই পেলেন নওসাদ,

সর্বদল বৈঠকেও ডাকার দাবি ভাঙড়ের বিধায়কের

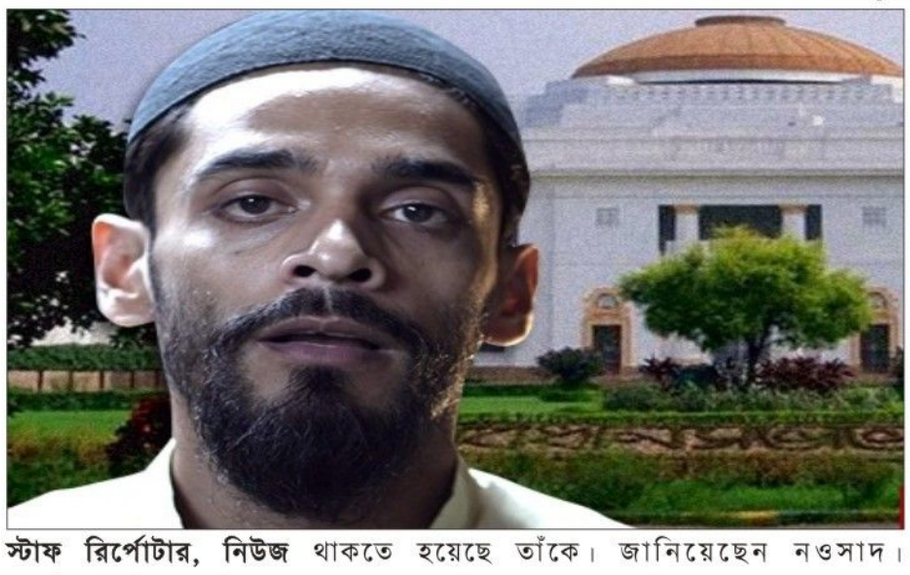

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার দু'বছর পর বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি বা কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে স্থান পেলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। নওসাদকে সংশ্লিষ্ট কমিটির আমন্ত্রিত সদস্য করা হয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে ভাঙড় থেকে জয়ী হয়েছেন নওসাদ। আন্দোলন করতে গিয়ে মাঝে বেশ কিছুদিন জেলবন্দিও থাকতে হয়েছে তাঁকে। অবশেষে দেরিতে হলেও স্পিকার নওসাদকে বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে যুক্ত করায় খুশী নওসাদ অনুগামীরা।

আগামী ২১ অগস্ট ওই কমিটির বৈঠক রয়েছে। সেখানে বিরোধী মুখ হিসেবে এবার দেখতে পাওয়া যাবে নওসাদকে।

অবশেষে দেরিতে হলেও তাঁকে বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটিতে যুক্ত করার জন্য স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন নওসাদ। টেলিফোনে দ্য ওয়ালকে নওসাদ বলেন, 'বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটিতে যুক্ত করার জন্য স্পিকারকে ধন্যবাদ। তবে বঞ্চিত মানুষের জনপ্রতিনিধি হিসেবে স্পিকারের কাছে আমার আর্জি, বিধানসভার সর্বদল বৈঠকেও যাতে আমি উপস্থিত থাকতে পারি, সেটা দেখুন। বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির কাজ কী? বিধানসভা সূত্রের খবর, বিধানসভার অধিবেশনে কোন কোন বিল নিয়ে আলোচনা হবে, কোন কোন ইস্যুতে আলোচনা হবে, সেই সংক্রান্ত বিষয়েই বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির বৈঠকে আলোচনা হয়। বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে রয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, মনোজ টিগ্গা। তবে অতীতে বিভিন্ন সময়ে বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটির বৈঠক বয়কট করেছেন শুভেন্দু, মনোজেরা। সেদিক থেকে এবারে সংশ্লিষ্ট কমিটির বৈঠকে নওসাদকে বিরোধী মুখ হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

বিষয়টি নিয়ে কৌতূহলী নওসাদ নিজেও। তাঁর কথায়, 'হয়তো আরও আগে আমাকে এই কমিটিতে নিযুক্ত করা উচিত ছিল। তবে এনিয়ে বিতর্ক বাড়াতে চাই না। ওই কমিটির কাজ কী, সেখানে কী বিষয়ে আলোচনা হয়, সেগুলো আমি দ্রুত জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

"বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন

সার্বিক সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে সকলের অগ্রাধিকারকেই তুলে ধরে"

নতুন দিল্লি, ১৮ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও বার্তার মাধ্যমে গুজরাটের গান্ধীনগরে আয়োজিত জি২০ স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের বৈঠকে ভাষণ দিয়েছেন। সমাবেশের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ভারতের স্বাস্থ্য সেবায় যুক্ত ২১ লক্ষ চিকিৎসক, ৩৫ লক্ষ নার্স, ১৩ লক্ষ প্যারামেডিক্স, ১৬ লক্ষ ফার্মাসিস্ট এবং আরও কয়েক লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত জানান। জাতির জনকের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজি স্বাস্থ্যকে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে 'কী টু হেল' নামে একটি বই লিখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যে সুস্থ থাকার জন্য নিজের মন ও শরীরের মধ্যে সাযুজ্য এবং ভারসাম্য দরকার। বস্তুত, স্বাস্থ্য হল জীবনের মূল ভিত্তি। প্রধানমন্ত্রী একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন। যার অর্থ 'স্বাস্থ্যই চূড়ান্ত সম্পদ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হলে যে কোনো কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব'।

প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়ভাবে জানান, কোভিড ১৯ অতিমারী আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, স্বাস্থ্যের বিষয়টি অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে থাকা উচিত। তিনি আরও বলেছেন সেই সময় দেখিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কতটা মূল্যবান - তা সে ওষুধ কিংবা প্রতিষেধক প্রদানই হোক, বা মানুষকে ঘরে ফেরানোই হোক। বিশ্বকে কোভিড ১৯ টিকা প্রদানের জন্য ভারত সরকারের মানবিক উদ্যোগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভ্যাক্সিন মৈত্রী উদ্যোগের আওতায় ভারত দক্ষিণ-বিশ্ব সহ ১০০টিরও বেশি দেশে ৩০ কোটি টিকার প্রতিষেধক সরবরাহ করেছে। অতিমারী চলাকালীন পরিস্থিতি সবচেয়ে বড় শিক্ষা বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। আমাদের অবশ্যই পরবর্তী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জরুরি সঙ্কট মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে হবে। আজকের আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অতিমারীর সময় আমরা দেখেছি, বিশ্বের একপ্রান্তের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিস্থিতি কীভাবে অন্য অঞ্চলগুলিতেও খুব কম সময়ের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, 'ভারতে আমরা একটি সামগ্রিক এবং আন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করছি।' তিনি বলেন, আমরা স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করছি। পরম্পরাগত চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে প্রচার চালাচ্ছি এবং সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করেছি। বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের উদযাপন সার্বিক সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে সকলের অগ্রাধিকারকেই তুলে ধরে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাজরা বা 'শ্রী অন্ন' ভারতে পরিচিত। এর বেশি কিছু স্বাস্থ্য গুণও রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে, সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা প্রত্যেকের সহনশীলতাকে বাড়াতে সাহায্য করে। গুজরাটের জামনগরে ডাব্লুএইচও-হু-র গ্লোবাল সেনটার ফর ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জি২০ স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের বৈঠকের সঙ্গে পরম্পরাগত ওষুধের উপর হু-র বিশ্ব সম্মেলনের আয়োজন এর সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রয়াস আরও জোরদার করবে। পরম্পরাগত ওষুধের একটি বিশ্বব্যাপী ভান্ডার গড়ে তোলার জন্য আমাদের যৌথ প্রয়াস নেওয়া দরকার বলেও তিনি জানান। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ জৈব প্রশ্নে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশুদ্ধ বাতাস, পরিশ্রুত পানীয় জল, পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং নিরাপদ আশ্রয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলবায়ু এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার জন্য তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর)-এর সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলি প্রশংসনীয়।

শ্রী মোদী বলেন, এএমআর এমন এক বিপদ যা বিশ্বের জনস্বাস্থ্য এবং ওষুধ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে এযাবৎ অর্জিত যাবতীয় সাফল্যকে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাতে পারে। তিনি এবিষয়ে খুশি প্রকাশ করে বলেন যে জি২০ স্বাস্থ্য কর্মী গোষ্ঠী 'অভিন্ন স্বাস্থ্য'-এর ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমাদের লক্ষ্য 'এক বিশ্ব এক স্বাস্থ্য', যা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের বিষয়টি তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ও পরিবেশ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি কাউকেই পেছনে ফেলে না রাখার সপক্ষে গান্ধীজির বার্তাকেই তুলে ধরে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাফল্যে জনগণের অংশগ্রহণের গুরুত্বের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি আমাদের কুষ্ঠ নির্মূল অভিযানে সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি বলেন যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে আমরা জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে উৎসাহ যুগিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা দেশের জণগনকে 'নি-ক্ষয় মিত্র' বা 'যক্ষ্মা নির্মূলের জন্য বন্ধু' হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। এর আওতায় প্রায় ১০ লক্ষ রোগীর দত্তক নিয়েছেন সাধারণ নাগরিক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালে বিশ্বের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আমরা যক্ষ্মা নির্মূল করার পথে কাজ করে চলেছি।

সকলের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা সহজলভ্য করে তুলতে ডিজিটাল সমাধান ও উদ্ভাবন ভূমিকার উপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের প্রচেষ্টা হল ন্যায়সঙ্গত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থাপনা। কারণ দূর দূরান্তের রোগীরা যাতে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন চিকিৎসা পরিষেবা পান। প্রধানমন্ত্রী ভারতের জাতীয় প্ল্যাটফর্ম ই-সঞ্জীবনীর প্রশংসা করে বলেন, এপর্যন্ত এর সাহায্যে ১৪ কোটি মানুষ টেলি স্বাস্থ্য পরামর্শের সুবিধা পেয়েছেন।

শ্রী মোদী বলেন, ভারতে কো-উইন প্ল্যাটফর্ম মানব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় টিকাদান অভিযান, যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, ২২০ কোটিরও বেশি টিকার ডোজ সরবরাহ করা হয়েছে এবং তাৎক্ষণিক ভিত্তিতে টিকার শংসাপত্রও দেওয়া হয়েছে। ডিজিটাল স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিশ্বমানের উদ্যোগ ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাকে একটি সাধারণ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতই জানান, "আমাদের উদ্ভাবনগুলি জনগণের ভালোর জন্য উন্মুক্ত করা হোক। আসুন একইকাজে বারংবার তহবিল গঠন থেকে বিরত থাকা যাক। প্রযুক্তি সকলের কাছে সমানভিত্তিতে পৌঁছে দেওয়া যাক।" তিনি বলেন, এই উদ্যোগ দক্ষিণ বিশ্বের দেশগুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবধান ঘোচাতে সুযোগ করে দেবে এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। ভাষণের পরিশেষে প্রধানমন্ত্রী মানবতার প্রতি সনাতন ভারতের একটি বার্তা সংস্কৃত থেকে তুলে ধরেন। যার অর্থ 'সকলে সুখী হোক, রোগমুক্ত হোক'। আমি আপনাদের আলোচনার সাফল্য কামনা করি।

২ পাতার পর

দিলীপের মান ভাঙাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব নাকি সাংগঠনিক বড় দায়িত্ব পেতে চলেছে

গোটা বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা পায়। স্বাভাবিকভাবেই দিলীপ ঘোষ এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। সেটা সদ্য রাজ্য সফরে এসে ভাল করেই বুঝতে পেরেছেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। এরপরই দিল্লিতে দিলীপকে দ্রুত ডেকে পাঠিয়ে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু প্রশ্ন, যে আচরণ দিলীপের সঙ্গে করা হল, সেটা কি সমর্থন করা যায়? বঙ্গ বিজেপির সর্বকালের সেরা সভাপতি নিঃসন্দেহে দিলীপ ঘোষ। তাঁর পারফরম্যান্সের ধারেকাছে আসবেন না কেউ। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। এবার বাকিদের কাজ হওয়া উচিত পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এগোনো তো দূরের কথা, বিজেপি দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এই আবহের মধ্যেই দিলীপকে ডেকে পাঠিয়েছেন অমিত শাহ। যা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা তৈরি হয়েছে। জল্পনা ছড়িয়েছে যে মান ভাঙাতে দিলীপকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হবে। অথবা লোকসভা নির্বাচনের আগে দিলীপকে সাংগঠনিক বড় পদ দেওয়া হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এগুলির কী কোনও দরকার ছিল? দিলীপের সঙ্গে যে আচরণ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব করছেন, তা কী মেদিনীপুরের সাংসদের প্রাপ্য ছিল? লোকসভা নির্বাচনের আগে দিলীপ-অস্বস্তি কি কাটাতে পারবে বঙ্গ বিজেপি? এই সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে। ২০১৯ সালের আগে রাজ্যে বিজেপি প্রাসঙ্গিক হয়নি। লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই রাজ্য রাজনীতির ছবিটা পুরো বদলে যায়। দিলীপের হাত ধরে বাংলায় সাবালক হয় বিজেপি। যদিও একুশের নির্বাচনে ক্ষমতা দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে বিজেপি। যদিও দিলীপ অনুগামীরা বলেন সেবার যদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অত বেশি প্রচারে না আসতেন তাহলে 'খেলাটা' ঘুরে যেতে পারত। অর্থাত তাঁরা বলতে চান দিলীপের নেতৃত্বে রাজ্য নেতারাই যদি মূলত প্রচারের দায়িত্বে থাকতেন, তাহলে গেরুয়া শিবিরের ফল আরও ভাল হতো। তবে এটাও ঠিক বিজেপি হেরে গেলেও তারা ৩ থেকে ৭৭ আসনে পৌঁছে গিয়েছে। সেটাও কিন্তু কম কিছু নয়। এরপর দিলীপকে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারকে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা ১৯ আগস্ট, ২০২৩ শনিবার ০২ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

ভোটে জিততে টাকার খেলা! মোদির গুজরাটেই ২০০ কোটির বেশি খরচ বিজেপির

ভোটে জিততে কোটি কোটি টাকা খরচ। তাও আবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিজের রাজ্য গুজরাটে। নির্বাচন কমিশনে বিজেপির নিজের দেওয়া তথ্য প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য।

উল্লেখ্য, ২০২২ গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছে বিজেপি। কার্যত ধারেকাছে ছিল না আপ এবং কংগ্রেস । বিজেপি যেখানে ১৫৬টি আসন জিতেছে, সেখানে কংগ্রেস মাত্র ১৭টি আসনে জিতেছে। আম আদমি পার্টি জিতেছে ৫টি আসন।নির্বাচন কমিশনে বিজেপি যে সরকারি হিসাব দিয়েছে, সেই হিসাব অনুযায়ীই প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্যে ভোটে জিততে ২০৯ কোটি টাকা খরচ করেছে গেরুয়া শিবির।এর মধ্যে দলের প্রার্থীদের সরসরি ৪১ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। ১৫ কোটি টাকা ব্যবহার করা হয়েছে প্রার্থী এবং তারকা প্রচারকদের যাতায়াত ও হেলিকপ্টারের খরচ বাবদ। বাকি ১৬০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে দলের প্রচারের জন্য। গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনে জিততে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে বিজেপি । ভোটের ফলপ্রকাশের আগেই অভিযোগ করেছিল বিরোধীরা। এখন তাঁরা বলছে, বিজেপি যে টাকার জোরেই গুজরাটে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছে সেটা প্রমাণিত। তাছাড়া এই ২০৯ কোটি টাকার যে হিসাব দেওয়া হয়েছে, সেটা সরকারি হিসাব। বিরোধীদের অভিযোগ, হিসাব বহির্ভূত খরচ এর চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া অনেক প্রার্থী ব্যক্তিগতভাবেও কোটি কোটি খরচ করেছেন।

সাংবাদিককে গুলি করে মারল দুষ্কৃতীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৮ আগস্ট- বিহারের আরারিয়ায় হাড়হিম করা ঘটনা। এক তরুণ সাংবাদিকের ঘরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে মারল দুষ্কৃতীরা। আরারিয়ায় ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। পুলিশ জানিয়েছে, অজ্ঞাত পরিচিত দুষ্কৃতীরা খুব সকালে বিমল যাদব নাম এসে ডাকাডাকি করে। দরজা খোলার পর দুষ্কৃতীরা ঘরে ঢুকে কাছ থেকে গুলি করে পালায়।ঘটনাস্থলেই সাংবাদিকের মৃত্যুহয়। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আরারিয়া শহরে বহু মানুষ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে পথে নেমেছেন। ওই সাংবাদিক প্রথমসারির হিন্দি সংবাদমাধ্যম 'দৈনিক জাগরণ'-এর আরারিয়ার সংবাদদাতা ছিলেন। মনে করা হচ্ছে এলাকার কোনও খবরকে কেন্দ্র করে কোনও মহলের স্বার্থে ঘা লাগার কারণেই এই হত্যাকাণ্ড। বিহারে এর আগেও একই কারণে সাংবাদিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

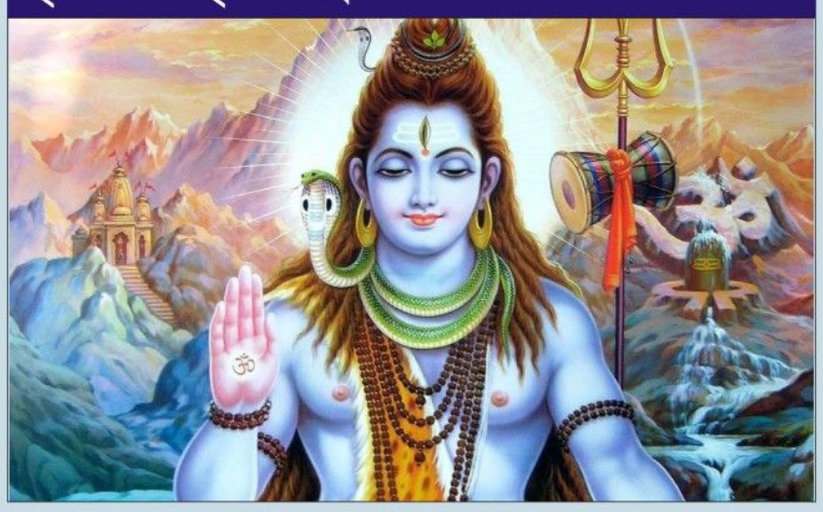

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে, এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রতিটি কণার মধ্যে ঈশ্বর আজও বিরাজমান

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যখন রাম মন্দির নিয়ে প্রচন্ড বিতর্ক চলছে আমি তখন আমি খুব ছোট ছিলাম শুরু করেছি ঠিক সেই সময়ে,রাম মন্দির সম্পর্কে জানার আমার মনের ইচ্ছা জেগে উঠলো আর সেই সময় আমি পৌছালাম অযোধ্যা।আমার জায়ার আগে থেকেই হিন্দু দেবতা রামের জন্মস্থানকে ঘিরে বিতর্ক দানা বাঁধে ১৯৯২ সাল থেকে, যখন এক দল হিন্দু জনতা বাবরি মসজিদ নামে ষোড়শ শতকের একটি মুসলিম ধর্মস্থান ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। মসজিদ-বিরোধীরা বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, হানাদাররা একটি মন্দির ধ্বংস করে তার ধ্বংসস্তূপের উপর এই মসজিদটি খাড়া করেছিল। ১৯৯২ সালে এই মসজিদটির ধ্বংসসাধন দেশ জুড়ে ব্যাপক দাঙ্গা সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুনে অন্তত ২০০০ মানুষ নিহত হন। সেই থেকেই হিন্দুদের তরফে মসজিদের ধ্বংসস্তূপের উপরেই রামজন্মভূমি মন্দির বানানোর দাবি উঠতে থাকে আর মুসলিমরা বাবরি মসজিদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দাবি জানায় ।তবে এই জমিটি নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং উত্তেজনা আরও অনেক আগে থেকেই ছিল, বস্তুত কয়েক শতাব্দী ধরেই ছিল। আধুনিক যুগের ইতিহাসে বিতর্কিত জমিটি ঘিরে সাম্প্রদায়িক গোলমালের প্রথম লিখিত বিবরণ ১৮৫৩ সালের, যখন অবধ-এর শাসক ছিলেন শাহ।তবে আমি রাম মন্দির দেকে নিজেকে যতোটুকু দেখে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আজ আমার লেখায় প্রকাশ পাবে।

হিন্দু তীর্থস্থান বানারস থেকে ১৯০ কি.মি. দূরে অযোধ্যা। লক্ষ্ণৌর দূরত্ব ১৩৫ কি.মি। বানারস থেকে বাসে অযোধ্যা পৌঁছতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা। কলকাতার হাওড়া থেকে রাতের দুন এক্সপ্রেস সকালে পৌঁছে বানারসে। সেই ট্রেনই অযোধ্যা পৌঁছে দেয়। অযোধ্যায় যদি কেউ রাত কাটাতে চান তাহলে উত্তর প্রদেশ পর্যটন বিভাগের বাংলোতে ওঠাই ভালো। এটি অযোধ্যা স্টেশন রোডে অবস্থিত। অযোধ্যা শহরে কখনও একা যাওয়া ঠিক নয়, এক সঙ্গে দু'জন কিংবা আরও বেশি যাওয়াই নিরাপদ। একা পেয়ে সন্ন্যাসী ও সাধুরা কখন যে কোন বিপদে ফেলে দেবে তা বলা মুশকিল। আমি দুই হাজার আট কি নয় সালে পৌছালাম ফৈজাবাদ, সাংবাদিকতাতেই আমি সেই সময় নবীন। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম। ফৈজাবাদ থেকে অযোধ্যার দূরত্ব মাত্র ৮ কিলোমিটার।পরদিন সকালেই ছুটলাম অযোধ্যা দেখতে। সাধারণ মানুষের কথায় জানলাম, ভগবান রামচন্দ্রের জন্ম এই অযোধ্যা নগরীতেই।এই নগর নির্মাণ করেছিলেন দেবতারা। সূর্য বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজধানী ছিল অযোধ্যা ।মিনিবাস চালক আমাকে নিয়ে এলেন রেল স্টেশনের কাছে। নির্জন স্টেশন। গৃহস্থ মানুষ চোখে পড়েনি একজনও, শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদেরই স্টেশনের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম।স্টেশনের কাছেই প্রাচীন একটি মন্দির। বেশকিছু হনুমানও দেখলাম। একজন এসে বললো, জিনিসপত্র খুব সাবধানে রাখবেন, হনুমান ও বানরের উৎপাত রয়েছে। স্টেশন থেকে অযোধ্যা শহরে যাবার জন্য রয়েছে অটোরিকশা ও টাঙা। হেঁটেও যাওয়া যায়। এই অযোধ্যায় স্টেশনের কাছেই নির্জন পরিবেশে থাকার জন্য রয়েছে উত্তর প্রদেশ পর্যটনের পর্যটন আবাসন এবং স্টেশনে রিটায়ারিং রুম। খাবারের জন্য প্রচুর হোটেল থাকলেও এ শহরে মাছ-মাংস একদম চলে না। পেঁয়াজ ছাড়া সবজি রান্না হয়।শহরে সাধারণ বাড়ির সংখ্যা খুবই কম। যা কিছু আছে সবই মন্দির ও আখড়া। এ শহরে মন্দিরের সংখ্যা ৮ হাজার। মন্দির দেখতে দেখতে মনে হলো, এ যেন মন্দিরের শহর। গাইডের মুখে শুনলাম, শুধু হিন্দুদের মন্দিরই নয়, আছে জৈন এবং বৌদ্ধদের মন্দিরও। বেশ কিছু মসজিদ থাকলেও দেখে মনে হয়, পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। জৈনদের ২৬ জন তীর্থঙ্করের মধ্যে পাঁচজন এই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম আদিনাথ। বুদ্ধদেব এই অযোধ্যায় ১৫টি গ্রীষ্ম অতিবাহিত করেছিলেন বলে বৌদ্ধদের বিশ্বাস। বাল্মীকি মুনি অযোধ্যাকাণ্ডে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন তার টুকরো টুকরো ছবি রয়েছে এই অযোধ্যায়। যা আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হলো। এখানে দেখা সবকিছু শেষ হলো না। ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম বিশাল বিশাল বাড়ির সামনে, বাড়ির গায়ে লেখা আছে রাম জন্মভূমি। দেখে মনে হলো লোকটি গাইড, গাইড জানালেন, অনেকেই দাবি করেন এখানেই রামের জন্মভূমি। তবে কোন বাড়িতে রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন তা বলা মুশকিল। তবে রামকোর্টের বিতর্কিত অঞ্চলটি রাম জন্মভূমি বলে পরিচিত। তবেই এখানকার মন্দির বা মসজিদে দেখলাম কয়েকটি করে গম্বুজ। ভেতরে প্রবেশ করতে দু'টি ফটক পার হতে হয়। গাইড আমাদেরকে নিয়ে এলো ওখানে। দেখলাম, দুই ফটকের মাথার উপর লেখা আছে রাম জন্মভূমি। রামকোর্টের কাছে কনক ভবন। বিশাল রাজভবন এটি। মোগল স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে এখানে। দ্বিতল সাদা রংয়ের এ বাড়ির দেয়ালে লেখা দেখলাম শ্রী কনক ভবন অযোধ্যাজী।অন্যদিকে সুচিত্রা ভবন দেখতে গিয়ে বেশ ভালই লাগলো। বাবরি মসজিদের ডানদিকেই এই সুমিত্রা ভবন। স্টেশন থেকে মাত্র ২ কি.মি. দূরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাদের। ওখানে দেখলাম, একটি প্রাচীন মন্দির। কথিত আছে, মহারাজ কুশ এই মন্দির তৈরি করেছিলেন ।মন্দিরের ভেতরে আমি ঢুকতে চাইলে একজন সন্ন্যাসী বাধা দিলেন। বললেন, ওখানে কয়েকশ... বিষধর সাপ বাস করে। ওদের কাজ সাধারণ মানুষ দেখা মাত্রই তাদেরকে দংশন করা। যতোই হরিবোল বলে জপ করিস না কেন, কাজ হবে না। ওখানে ঢুকলে সাপের দংশনেই তোমার মরতে হবে।এই কথাগুলো শুনে আমার মনের ভিতরে ভয়ে কেঁপে উঠলো আমি আর ভিতরে প্রবেশ করলাম না। এখান থেকে বেরিয়ে এবার মিনিবাসে করে পৌছালাম মনি পর্বত । এই পর্বত নিয়ে নানা বিশ্বাস। লক্ষ্মণ আহত হলে হনুমান হিমালয়ে গিয়ে সঞ্জীবনী ওষুধ খুঁজে না পেয়ে পাহাড়টিকে মাথায় করে নিয়ে আসেন। অযোধ্যার উপর দিয়ে যাবার সময় তিনি বিশ্রাম নিয়েছিলেন এই পাহাড়ে। এখানে পাথর দিয়েই তৈরি হয়েছিল রামকোর্টের মন্দির। রামেরা চার ভাই সকাল বেলা প্রতিদিন দাঁতন করতে যেতেন একটি পুকুরে, সেই স্থানটি এখন দাঁতন ক্ষেত্র নামে পরিচিত। ওখানে দেখলাম, পুকুরের চারপাশে চারটি থামের ওপর চার ভাইয়ের নাম লেখা। আছে সীতার রান্নাঘর। আমরা এসব দেখে দেখে তো রীতিমতো থ খেয়ে গেলাম। তুলসী স্মারক ভবনটি দেখে জানলাম, তুলসী দাস অযোধ্যার এই ভবনে বসেই রচনা করেছিলেন তার অমর সৃষ্টি। তুলসী স্মারক ভবনকে তুলসী চৌরাও বলা হয়। রামচরিত মানসের সৃষ্টিকারী তুলসী দাস স্ত্রীর সঙ্গে অভিমান করে বানারস চলে আসেন। সেখান থেকে এলেন এই অযোধ্যায়। তুলসী স্মারক ভবনে এখন বসেছে মন্দির। আমি এখানকার গাইডকে একটি টিলা ঘুরে আসার কথা বলতেই গাইড বাধা দিলেন। জানালেন, টিলার পরেই একটি বট গাছ আছে তার পাশেই শ্মশান ঘাট। দিনে দুপুরেও ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। ওখানে নাকি আগুন জ্বলে আর নেভে। ওখানে নাকি ভূত-পেত্নি থাকে। তাই আমাদের আর যাওয়া হলো না দূরের বটগাছ আর টিলার কাছে। নতুন স্থান পরিবেশ পরিচিতি আমার সব অচেনা, সব কথার ভিতরে আমাকে যেন কিরকম স্তব্ধতার মতন থেমে যেতে হচ্ছিল।এদিকে দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল নেমে এসেছে। গাড়ি থেকে রামলীলা ময়দানটি খুবই সুন্দর সাজানো গোছানো মনে হলো। এর পাশেই সরযু নদী। তুলসী উদ্যান, নয়াঘাট, গুরুদ্বার, ব্রহ্মকুণ্ড, অমাব্য, মন্দিরও দেখানো হলো আমাদেরকে। এখানকার সরযু নদী গঙ্গার মতোই পবিত্র। ঘাট বাঁধানো। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পূণ্য করার জন্য আসেন এখানে। এখানকার রামঘাটে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখ খানকে বলা হয় রোম্যান্সের রাজা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড কিং শাহরুখ খানকে বলা হয় রোম্যান্সের রাজা। দীর্ঘ সময় পর আবার খোশ মেজাজেই ফিরছেন তিনি। শিগগিরই মুক্তি পাবে তার নতুন ছবি 'জওয়ান'। সোমবার (১৪ আগস্ট) আসছে ছবির নতুন গান। আগেই শোনা গেছে, এই গানে শাহরুখের সঙ্গে থাকবেন নয়নতারা। মুক্তির আগে রোববার (১৩ আগস্ট) গানের কিছু ঝলক ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন বাদশা।

গানের নাম 'চলেয়া'। রোববার সোশ্যাল মিডিয়ায় হিন্দি, তামিল এবং তেলুগু তিন ভাষায় গানের ঝলক প্রকাশ করেন শাহরুখ। সঙ্গে লেখেন, 'আপনাদের মনে ভালোবাসা জায়গা খুঁজে নেবে।'

গানের ঝলক দেখে আভাস পাওয়া গেল, এই গানে চিরচেনা রোম্যান্টিক মুডে ধরা দেবেন শাহরুখ। তার নাচের ঝলকও দেখা গেছে। তবে নয়নতারাকে দেখা গেছে খুব অল্প সময়ের জন্য।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব 'আস্ক এসআরকে' চলাকালীন শাহরুখ জানিয়েছিলেন, 'জওয়ান' ছবির বাকি গানের মধ্যে এই গানটি তার সবচেয়ে প্রিয়। সূত্রের খবর, কয়েক মাস আগে শাহরুখ ও নয়নতারা এই গানের শুটিং করেন। গানের কোরিওগ্রাফি করেছেন ফারহা খান।

'জওয়ান' এর নতুন গানের ঝলক সামনে আসতেই অনুরাগীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা গেছে। পিছিয়ে নেই মায়ানগরীর তারকারাও। যেমন 'হ্যাপি নিউ ইয়ার' ছবিতে শাহরুখের সহ অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের মন্তব্য, 'কী সুন্দর গানটা'।

অনুরাগীদের একাংশের মতে, শাহরুখকে তারা এভাবেই দেখতে চান। অনেকে আবার কয়েক ধাপ এগিয়ে মনে করছেন, এই গানে নয়নতারার সঙ্গে বাদশার রসায়ন হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

বয়স নিয়ে যা জানালেন ঋতুপর্ণা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিবঙ্গের নন্দিত অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। বাংলাদেশের অনেক জনপ্রিয় সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি।নায়ক মান্না, আমিন খানের সঙ্গে যেমন অভিনয় করেছেন, তেমনি এ প্রজন্মের নায়ক আরেফিন শুভর সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে নির্মাণ করছে 'স্পর্শ' শিরোনামে সিনেমা। এতে চিত্রনায়ক নিরবের বিপরীতে দেখা যাবে ঋতুপর্ণাকে। এ সিনেমার শুটিং করতে শনিবার (১২ আগস্ট) ঢাকায় আসেন ঋতুপর্ণা।

ঢাকায় এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এসময় ঋতুপর্ণাকে প্রশ্ন করা হয় পারফর্মার কীসে আটকায়? আপনার কি মনে হয় পারফর্মার বয়সে আটকায়?

এমন প্রশ্নের উত্তরে ৫১ বছর বয়সী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, মেয়েদের বয়স নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু পুরুষদের কখনো এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় না। আজকে রজনীকান্তের 'জেলার' সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। উনার বয়স নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয় না। উনি সবসময় সুপারহিরো। আজও সুপার হিরো। তিনি বয়সে অনেক ছোট নায়িকাদের সঙ্গে অভিনয় করেন। তখন তাকে নিয়ে কোনো কথা হয় না। শাহরুখ খানকে নিয়ে কথা হয় না।

রাভিনা ট্যান্ডনের উদাহরণ টেনে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, রাভিনা ট্যান্ডন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন- আমাদের কেন বলা হয় নাইনটিজের হিরোইন। আমরা তো এখনো কাজ করছি। কাজল দাপিয়ে কাজ করছে। হিরো তাদের চেয়ে বয়সে ছোট কিংবা বড় হতে পারে, এটা কোনো ম্যাটার না। বয়সটা নিয়ে আমরা বেশি মাতামাতি করি। বয়স যে কিছু নয় সেটাও এবার অস্কারে যে মহিলা পুরস্কার পেয়েছেন সেটাতেই বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'স্পর্শ' সিনেমা বাংলাদেশ থেকে পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন অনন্য মামুন। কলকাতা থেকে দায়িত্বে আছেন অভিনন্দন দত্ত। বাংলাদেশের 'অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্ট' ও কলকাতার 'রোল ক্যামেরা অ্যাকশন'-এর প্রযোজনায় নির্মিত হচ্ছে সিনেমাটি। ঋতুপর্ণার পাশাপাশি সিনেমাটিতে কলকাতার খরাজ মুখার্জিও অভিনয় করছেন।

ঐশ্বরিয়ার এই শর্ত মানতে না পেরে ব্রেকআপ করেছিলেন সালমান খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড প্রেমগুরু সালমান খানের বয়স প্রায় ষাটের ঘরে পৌঁছে গেলেও, এখনও অব্দি তিনি বিয়ে করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেননি। যৌবন বয়সে একাধিক প্রেমের সাথে নিজের নাম জড়ালেও বিয়ের মন্ডপে তা কখনোই পৌঁছায়নি।

সেই বিতর্কের মধ্যে অন্যতম একটি হল সালমান খান এবং অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রেমের গল্প। একসময় তাঁদের জুটি ছিল সুপার ডুপার হিট। তাঁদের ভালোবাসার উদাহরণ দেওয়া হত প্রত্যেক কাপেলকে। দুজনের মধ্যে এতটাই গভীর প্রেম ছিল যে কেউ কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি এই সম্পর্ক পরিণতি পাবে না। তবে বিচ্ছেদ কেন হয়েছিল, এই নিয়ে এখনও অব্দি অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। খবর ভারত বার্তার।

জানিয়ে রাখা ভাল, জনপ্রিয় বলিউড সিনেমা "হাম দিল দে চুকে সানাম" সিনেমায় কাজ করার সময় একে অপরের কাছে এসেছিলেন সালমান খান এবং ঐশ্বরিয়া রাই। তাঁদের মধ্যে এমন মিষ্টি সম্পর্কের গুঞ্জন রীতিমতো দাবানলের মতো ছড়িয়ে গিয়েছিল গোটা বলি ইন্ডাস্ট্রিতে। তবে খুব তাড়াতাড়ি তাদের এই সম্পর্ক শেষের পথে চলে আসে। কেন বিচ্ছেদ হয় এই নিয়ে অনেক মতভেদ থাকলেও জানা যায় ঐশ্বরিয়া রায়ের বেশকিছু শর্তের কারণে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয় বলিউড ভাইজানকে। শর্ত জানতে আজকের এই প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণ পড়ুন।

সালমান খান তখন তাঁর পুরো পরিবারের সাথে মুম্বাইয়ে বসবাস করতেন। অভিনেতার পরিবারের সাথে সময় কাটানো বেশ পছন্দের ছিল। কিন্তু শোনা যায় ঐশ্বরিয়া রাই বলিউড ভাইজানকে বিয়ের পর পরিবার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন। এই নিয়ে তাদের মধ্যে সমস্যা শুরু হয় এবং ক্রমশ সম্পর্ক ফিকে হয়ে যায়। তবে এখানেই শর্ত শেষ নয়। জানা যায়, বিয়ের পর ঐশ্বরিয়া চেয়েছিল সালমান খান যাতে না তার ভাইয়ের ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগ করে। এই শর্ত শুনে আরও বেশি রেগে গিয়েছিলেন বলিউড দাবাং।

ঐশ্বরিয়া রাইয়ের এই সমস্ত শর্ত সালমান খান মেনে নিতে পারেননি। পরিবার এবং ভাইকে ছেড়ে তিনি নিজের ভালোবাসাকে গুরুত্ব দেননি। এই সমস্ত শর্তের কারণে দীর্ঘদিন ধরে সালমান খান ও ঐশ্বরিয়ার মধ্যে মতভেদ চলেছিল। তবে মতভেদ থেকে জন্ম নেয় দূরত্ব এবং ক্রমেই তাদের সম্পর্কের রং ফিকে হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত ২০০২ সালে এই বলিউড জুটির ব্রেকআপ হয়ে যায়।

রেখার সঙ্গে অক্ষয়ের ঘনিষ্ঠতার কারণেই ভেঙেছিল অক্ষয়-রবিনার বিয়ে!

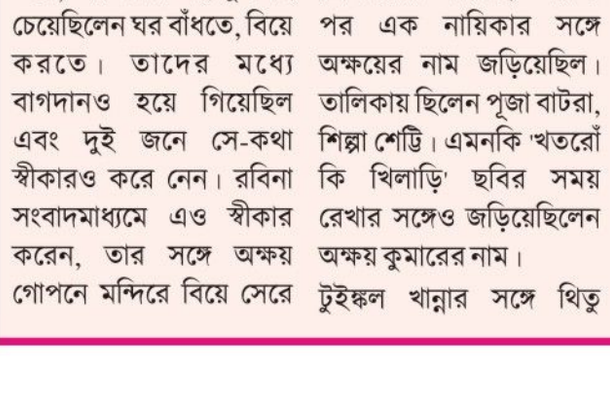

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নব্বইয়ের দশকে বলিপাড়া কাঁপিয়ে দিয়েছিল অক্ষয় কুমার-রবিনা টন্ডনের জুটি। আজও আট থেকে আশির মনে গেঁথে 'মোহরা'-র 'টিপ টিপ বরসা পানি' গানের গরমাগরম দৃশ্য। বলিউডের অলিতে-গলিতে কান পাতলে সে-সময় শোনা যেত, শুধুই পর্দা নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও জমে উঠেছিল অক্কি আর রবিনার প্রেম। আজ অক্ষয়-রবিনা দু'জনেই নিজেদের জীবনে সুখি, সংসার-স্বামী-সন্তান নিয়ে ব্যস্ত।

তবে, একসময় এই দু'জনই চেয়েছিলেন ঘর বাঁধতে, বিয়ে করতে। তাদের মধ্যে বাগদানও হয়ে গিয়েছিল এবং দুই জনে সে-কথা স্বীকারও করে নেন। রবিনা সংবাদমাধ্যমে এও স্বীকার করেন, তার সঙ্গে অক্ষয় গোপনে মন্দিরে বিয়ে সেরে নিতে চেয়েছিলেন। মহিলা ভক্তদের কাছে যাতে তার জনপ্রিয়তা কমে না যায়, সে জন্য তাদের বিয়ের কথা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন অক্ষয়। তাতেও রাজি হয়েছিলেন রবিনা। কিন্তু এতকিছুর পরও কেন বিয়ে হল না রবিনা আর অক্ষয়ের সম্পর্ক? রবিনার দাবি ছিল, অক্ষয়কে নাকি একেবারেই ভরসা করা যায় না।

টুইঙ্কল খান্নার সঙ্গে থিতু হওয়ার আগে পর্যন্ত বেশ 'খিলাড়ি' জীবন-ই কাটাতেন অক্ষয়। রবিনার সঙ্গে প্রেমপর্বের মাঝেই একের পর এক নায়িকার সঙ্গে অক্ষয়ের নাম জড়িয়েছিল। তালিকায় ছিলেন পূজা বাটরা, শিল্পা শেট্টি। এমনকি 'খতরোঁ কি খিলাড়ি' ছবির সময় রেখার সঙ্গেও জড়িয়েছিলেন অক্ষয় কুমারের নাম।

একবার একটি সাক্ষাৎকারে রবিনা বলেন, 'দু'জনের মধ্যে বিশ্বাসটাই আসল। তবে অক্ষয়ের কাছে এ সবের কোনও মূল্য নেই। ও আশা করে, প্রতি বারই আমি ওকে মাফ করে দেব। প্রায় তিন বছর সহ্য করেছিলাম, আর পারছিলাম না।"

সাদামাটা ভাবেই বাগদানের অনুষ্ঠান হয়েছিল অক্ষয়-রবিনার। রবিনা মন থেকে সম্পর্কটার পরিণতি চেয়েছিলেন। বিয়ের আগে থেকেই অভিনয় ছেড়ে দেবেন বলেও স্থির করেছিলেন। রবিনা জানান, একটি মন্দিরে তাদের বাগদানের অনুষ্ঠান হয়েছিল। রবিনা আর অক্ষয়ের পরিবার এসেছিল দিল্লি থেকে।

চমকে দেওয়া খবর,

বিশ্বকাপের আগেই ভারতীয় দলে নতুন কোচ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলতি ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-২০ রবিবার (১৩ আগস্ট)। তিন ফরম্যাটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার পাট চুকিয়ে, ভারতীয় দল যাবে 'পান্না দ্বীপে'। এবার মিশন আয়ারল্যান্ডে। তিনটি টি-২০ ম্যাচই হবে। ডাবলিনের উপকণ্ঠে ১৮ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত চলবে দুই দলের ব্যাট-বলের ব্যাটল। জসপ্রীত বুমরার নেতৃত্বে খেলবেন ভারতের একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটার। এই সিরিজে ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড় নন। এমনকী জাতীয় ক্রিকেট অয়াকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণও নন! রাহুল সহ-নিয়মিত দলের সাপোর্ট স্টাফদের বিশ্রাম দিয়েছে ভারতীয় বোর্ড। অন্যদিকে লক্ষ্মণের হাতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট। তিনি এনসিএতে তরুণতুর্কীদের নিয়ে করবেন শিবির! বেঙ্গালুরুতেই ভীষণ ব্যস্ততায় কাটবে সময়। তাহলে প্রশ্ন বুমরাদের হেডস্যর কে বা কারা হবেন? এই নিয়েই চলছিল দীর্ঘ জল্পনা। অবশেষে বিসিসিআই বেছে নিয়েছে সেই নাম। ভারতীয় ক্রিকেটের পরিচিত মুখ সীতাংশু কোটাক, যিনি এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া এ টিমের হেড কোচ। তিনিই যাবেন আয়ারল্যান্ডে। তাকে সঙ্গ দেবেন সাইরাজ বাহুতুলে। তিনি হচ্ছেন বোলিং কোচ। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তার বলেন, 'দেখুন সীতাংশু কোটাক এবং সাইরাজ বাহুতুলেকে বেছে নেওয়া হয়েছে। ওরাঁ জসপ্রীত দলের সঙ্গে আয়ারল্যান্ড সফরে যাবেন তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের জন্য।'

এমবাপ্পের সঙ্গে আলোচনার পর

যে সিদ্ধান্ত নিল পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার লিওনেল মেসি চলে যাওয়ার পরই এমবাপ্পে জানিয়ে দেন, এ মৌসুমের পর আর পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করবেন না তিনি। এমবাপ্পের পর ব্রাজিলের তারকা ফুটবলার নেইমারও জানিয়ে দেন, ফরাসি ক্লাব ছাড়তে চান তিনি। ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার এমবাপ্পের ওপর রেগে গিয়ে তাকে মূল দলের বাইরে পাঠিয়ে দেয় পিএসজি। অন্যদিকে, নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেইমারকে দলে রাখেনি ফরাসি ক্লাবটি। তারকা দুই ফুটবলারকে ছাড়া ফ্রেঞ্চ লিগ 'আঁ'তে লোরিয়াঁর বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই হোঁচট খায় পিএসজি। লোরিয়াঁর বিপক্ষে ঘরের মাঠে গোলশূন্য ড্র করে ফরাসি ক্লাবটি। একদিকে মেসি নেই, অন্যদিকে নেইমার ও এমবাপ্পে ছাড়া পিএসজির আক্রমণভাগ যে দুর্বল সেটি বুঝতে পেরেছে ক্লাবটির কর্তৃপক্ষও। আর তাই লোরিয়াঁ ম্যাচের আগে এমবাপ্পের সঙ্গে আলোচনায় বসে পিএসজি। সেই আলোচনা শেষে পিএসজি এক বিবৃতিতে জানায়, ফরাসি স্ট্রাইকারকে মূল দলে ফেরাচ্ছে।

রোববার (১৩ আগস্ট) বিবৃতিতে পিএসজি লিখেছে, 'লোরিয়াঁ ম্যাচের আগে পিএসজি ও এমবাপ্পের মধ্যে খুব গঠনমূলক ও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। আজ সকালেই সে মূল দলের অনুশীলনে ফিরবে।'

রোনালদোকে পেছনে ফেলে সর্বোচ্চ গোলদাতা

হওয়ার হাতছানি মেসির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসি এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা দুই ফুটবলার। নিজেদের জায়গা থেকে তারকা এই দুই ফুটবলার অন্যতম সেরাই বলা চলে। ক্যারিয়ারের শেষপ্রান্তে থাকা মেসি ও রোনালদো বর্তমানে রাজত্ব করছেন ইউরোপের বাইরে।

মেসি রয়েছেন আমেরিকার ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। সেখানে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। মায়ামিতে মেসি এখন পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ৮টি, সঙ্গে রয়েছে ১টি অ্যাসিস্টও। আমেরিকার ক্লাবটির জার্সিতে সর্বশেষ ম্যাচসহ এখন অবধি মেসির ক্যারিয়ারের মোট গোলসংখ্যা ৮১৫।

বর্তমান সময়ে মেসির সঙ্গে কেবল রোনালদোর তুলনা চলে। গোলের প্রতিযোগিতায় বর্তমান খেলোয়াড়দের কেউ এই দুজনের ধারে-কাছেও নেই। বর্তমান ফুটবলারদের মধ্যে পেশাদার ফুটবলে মেসি ও রোনালদোর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রবার্ট লেভানডফস্কি। যদিও গোল ব্যবধানে তারকা দুই ফুটবলার থেকে অনেকগুণ পিছিয়ে আছেন তিনি। ৬০০ গোল করা লেভা মেসির সঙ্গে ২১৫ গোল ও রোনালদোর সঙ্গে ২৪২ ব্যবধানে পিছিয়ে।

পরিসংখ্যান বলছে, ফুটবলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডটা আপাতত পর্তুগালের তারকা ফুটবলার রোনালদোর দখলে। প্রীতি ম্যাচ বাদে পেশাদার ফুটবলে গতকাল রাতের ম্যাচটির আগ পর্যন্ত ১১৭৩ ম্যাচে ৮৪২ গোল করেছেন তিনি। প্রতি ১১৩ মিনিটে একটি করে গোল করেছেন তিনি।

অন্যদিকে, পিছিয়ে নেই মেসিও। ১০৩৩ ম্যাচে মেসি ৮১৫ গোল করার পথে প্রতি ১০৪ মিনিটে একটি করে গোল করেছেন। গোলের এই দৌড়ে রোনালদোর চেয়ে মেসি এখনও ২৭ গোলে পিছিয়ে। অর্থাৎ, আর ২৭ গোল করলেই রোনালদোকে পেছনে ফেলবেন তিনি। মেসির বর্তমান বয়স ৩৬, অন্যদিকে রোনালদোর ৩৮। এখানে স্পষ্ট যে, খেলার জন্য পর্তুগিজ তারকার চেয়ে বেশি সময় পাবেন মেসি। সে হিসেবে বড় কোনো অঘটন না ঘটলে রোনালদোকে পেছনে ফেলা মেসির জন্য কেবলই সময়ের অপেক্ষা। ৩৬ বছর বয়সেও ইন্টার মায়ামির হয়ে মেসি যেভাবে পারফর্ম্যান্স করে চলছেন, তাতে রোনালদোকে পেছনে ফেলতে খুব বেশি সময়ও লাগবে না আর্জেন্টাইন ফুটবলারের।

এবার ভারতীয় দলের

এই বিশেষ দায়িত্বে যুবরাজ সিং

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে আরম্ভ হবে ওডিআই বিশ্বকাপ। ১২ বছর পর ফের একবার ভারতের মাটিতে এই হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলেছে। আয়োজকদের হিসেবে ভারতের ওপর থাকছে প্রত্যাশার বাড়তি চাপ। এই বিশ্বকাপে কোনরকম অঘটন ঘটলে বা ভারত যদি ট্রফি জিততে না পারে তাহলে ভারতীয় দলে অনেক বড় কিছু পরিবর্তন আসতে পারেন এবং বেশ কিছু তারকাকে দল থেকে ছেঁটে ফেলা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত দুই বছরে ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স একেবারেই ভালো নয় বড় আইসিসি ইভেন্টগুলিতে। দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ একটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ন ফাইনাল এবং এশিয়া কাপে নিজেদের সুনাম অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে ব্যর্থ হয়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা।

অনেকেই মনে করছেন যে রাহুল দ্রাবিড়ের পাশাপাশি দলে আরও কাউকে প্রয়োজন যিনি ভারতীয় ক্রিকেটারদের এই কঠিন পরিস্থিতি ও চাপের মুহূর্তগুলোতে পথ দেখাতে পারেন। অনেকেই মনে করেন যে যুবরাজকে যদি ভারতীয় দলের সাথে জুড়ে দেওয়া যায় তাহলে তিনি হয়তো একজন পরামর্শদাতা বা মেন্টর হিসেবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের চাপের পরিস্থিতিগুলিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, ভারতের দুটি বিশ্বকাপ জয়ের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল এই পাঞ্জাবী অলরাউন্ডারের। ভারতীয় দলের সুবিধার জন্যই ২০২১ সালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলের সঙ্গে মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল একজন মেন্টর হিসেবে। তবে তার উপস্থিতি কোন প্রভাবই ফেলতে পারেনি ভারতীয় দলের ওপর। বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবার পাকিস্তানের কাছে এবং তারপরে নিউজিল্যান্ডের কাছেও গ্রুপ পর্বে হেরে ছিটকে গিয়েছিল ভারত। যুবরাজের সঙ্গেও যে একই রকম ঘটনা ঘটবে না তার গ্যারান্টিকে দিচ্ছে?

অনেকেই মনে করেন যুবরাজ সিং এবং ধোনি ভিন্ন মানসিকতার ব্যক্তিত্ব। ধোনি অনেকটাই অন্তরমুখী যা আশ্চর্যজনকভাবে তার অধিনায়কত্বের সময়ে কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু একজন মেন্টর হিসেবে যদি দলকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় তাহলে সেই তারকার একটু ভোকাল হওয়া প্রয়োজন যেটা যুবরাজ হতে পারবেন। বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে ও কঠিন পরিস্থিতিতে যুবরাজ সিং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন ভারতকে জেতানোর জন্য। বল হাতেও তার অবদান অনস্বীকার্য। ভারতীয় দলের সঙ্গে থাকেন বিশ্বকাপ চলাকালীন তাহলে 'মেন ইন ব্লুজ' লাভবান হবে বলে মনে করছেন একটা বড় অংশের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

বড় ঘোষণা দিলেন

সৌরভ গাঙ্গুলী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কলকাতার মানুষের কাছে হলুদ ট্যাক্সি, হাওড়া ব্রিজ, ভাড়ে চা যেমন ইমোশন তেমন, তেমনই আরেক ইমোশন হল দাদা। বুঝেছেন নিশ্চয়ই কার কথা হচ্ছে। সৌরভ গাঙ্গুলী। সৌরভের সত্যিই 'একই অঙ্গে কত গুণ'। ভালো তো খেলতেনই, আজকাল দুর্দান্ত সঞ্চালনার কাজ করেন। ফিরছেন আরও একবার খুব দ্রুত। আসছে দাদাগিরি সিজন ১০। বড় ঘোষণা দিলেন সৌরভ গাঙ্গুলী। দাদাগিরির এই নতুন সিজনের ঝলক নিজেই শেয়ার করে নিলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। সেটে আলো আঁধারি। কমলা রঙের সোফা, ব্যাকরেস্টে সাদা-কালো রং। নীল রঙের স্যুট পরে সৌরভ, সঙ্গে সাদা শার্ট। চোখে চশমা, পায়ে কালো জুতো, চোখে মুখে স্নিগ্ধতা, মুখ জুড়ে হাসি। ছবি শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখলেন, 'দাদাগিরির ১০ নম্বর সিজন'।

সৌরভের এই পোস্ট নিমেষে ভাইরাল। একজন কমেন্টে লিখলেন, 'অপেক্ষা করতে পারছি না।' দ্বিতীয় জনের মন্তব্য, 'সত্যিকারের পারিবারিক বিনোদন। একমাত্র বাংলা শো যেখানে দুই রকম অর্থের জোকস বলে হাসাহাসি হয় না।'

তৃতীয়জনের কমেন্ট, 'সত্যিকারের মহারাজাই লাগছে।'

এবার ভিন্ন সুর হার্দিক পান্ডিয়ার কণ্ঠে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের বর্তমান অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া বলেছিলেন, ভারত চাইলেই নিজেদের তৃতীয় এবং চতুর্থ দল করে বিশ্বের যেকোন টুর্নামেন্ট জিততে সক্ষম। তবে, অধিনায়ক হবার পর হার্দিক পান্ডিয়া এমন কথা নিশ্চয়ই আর উচ্চারণ করবেন না। বরং এবার ভিন্ন এক সুর শোনা গেল তার কণ্ঠে।।

উইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ হারার পর হার্দিকের দাবি, মাঝে মাঝে হেরে যাওয়াটাই নাকি দরকার দলের জন্য, 'মাঝে মাঝে হারা ভালো। সেখান থেকে অনেক কিছু শেখা যায়। ছেলেরা তাদের মান দেখিয়েছে। হারা জেতা খেলারই অংশ। আমাদের প্রক্রিয়া অটুট রেখে শিখতে হবে। ছেলেদের মন অনেক বড়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই বেশি প্রয়োজন।'

তবে, অধিনায়কের এমন মন্তব্য নিশ্চয়ই স্বস্তি দিবে না ভারতকে। ২০২১ সালে হার্দিক পান্ডিয়ার আলোচিত মন্তব্যের পর থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে দেখা যায়নি ভারতকে। এবার তো ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সিরিজই খোয়াল তারা। অথচ নিজেদের ইতিহাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই দলটিই সম্ভবত সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছে। প্রথমবারের মতো কোনো বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করতে ব্যর্থ হয়েছে ক্যারিবীয়রা। এই একই দলকে সইতে হয়েছে ব্যাপক আকারের সমালোচনা। কিন্তু সেই উইন্ডিজের কাছেই সিরিজ হার। তাও পরের বিশ্বকাপ (২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ) এর মূল ভেন্যুতেই। স্বাভাবিকভাবেই তাই সিরিজ হারকে বড় করে দেখতে চাইবে ভারতের সমর্থকরা। আর এখান থেকেই নতুন করে শুরু করতে আগ্রহী হার্দিক পান্ডিয়া, 'আমাদের নিজেদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে। এই ম্যাচগুলো থেকে আমাদের শিখতে হবে। আমাদের যতটা কঠোর হতে হয় হবো। একটা সিরিজে তেমন কিছু যায় আসে না, আমাদের লক্ষ্য কী সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকাপ এখনও অনেক দূরে। সামনে এবার ওয়ানডে বিশ্বকাপ।'

ব্রাজিলের সুপারস্টারকে বরণে প্রস্তুত

সৌদি ক্লাব আল-হিলাল!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সব গুঞ্জন আর সম্ভাবনা গুঁড়িয়ে দিয়ে সৌদি ক্লাব আল-হিলালেই যাচ্ছেন ব্রাজিলের সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। বার্সেলোনার সঙ্গে সব রকমের আলোচনা শেষ হলেও দলবদলে নতুন করে যুক্ত হয়েছে আল-হিলাল। আর শেষ পর্যন্ত নেইমারের চুক্তি সম্পাদনে তাদের সফল হবার সম্ভাবনাই সবচেয়ে উজ্জ্বল। স্কাই ইতালিয়ার সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, নেইমার নিজেও আল-হিলালের এই প্রস্তাব ভেবে দেখছেন। মূলত বার্সেলোনা কোচ জাভির অনাগ্রহের কারণেই সৌদি ক্লাবের প্রতি মন গলছে তার। আর এসব বিবেচনায় এখন থেকেই নেইমারকে বরণ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্লাবটি। এমনকি নেইমারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল টেস্টের দিনও ঠিক করে রেখেছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। সবশেষ খবর অনুযায়ী, সোমবারের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য যাবতীয় সব কাগজপত্র তৈরি করতে চাইছে আল হিলাল। দুই বছরের চুক্তিতে একশ মিলিয়ন ইউরো বেতনের বিনিময়ে সৌদি ক্লাবের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছেন নেইমার। মোট দুই বছরের জন্য চুক্তিতে আল-হিলালে যাচ্ছেন এই ব্রাজিলিয়ান। এর আগে নেইমারের বার্সা ফেরার সংবাদটি জানিয়েছেন কাতারের শেখ মাবখৌত আল-মারি। ক্রীড়া সাংবাদিকতার পাশাপাশি প্রভাবশালী হিসেবেও নাম আছে তার। লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামিতে চলে যাওয়ার সংবাদ সামাজিকমাধ্যমে তিনিই প্রথম জানিয়েছিলেন। বার্সা সভাপতি হুয়ান লাপোর্তার সঙ্গে তার সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ। এমনকি পিএসজির কর্তাব্যক্তিদের সাথেও আছে তার সদ্ভাব। যে কারণে এই সংবাদকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবছেন অনেকেই। ক্রীড়া সাংবাদিক জেরার্ড রোমেরো নিজেও এমন সম্ভাবনার কথা নিশ্চিত করেছেন। তবে সেসব সমীকরণ পালটে গেল আল-হিলালের বড় অঙ্কের প্রস্তাবের কাছে। নেইমারের সবুজ সংকেত এখনও এসে পৌঁছায়নি। কিন্তু, আল-হিলাল এখন থেকেই প্রস্তুত এই ব্রাজিলিয়ানকে নিজেদের দলে ভেড়াতে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR